হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

শিহাব আহমেদ তুহিন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

বিষয়সূচি

লেখকের কথা ---------- ৯

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন ---------- ১৫

মনের কথা ---------- ১৬

সিরিয়ার জন্যে ----------২১

মন ভালো নেই ---------- ২৬

ঝুম বৃষ্টিতে ----------৩০

নিশিতে দুজনে ---------- ৩৩

সবখানেই তাঁর নিদর্শন দেখা ---------- ৩৫

হালাল খাবারের দোষ না ধরা ---------- ৩৯

গুনাহের পর দুই রাকাত সালাত ---------- ৪১

“আমি জানি না” বলতে পারা ---------- ৪৫

থেকেও না থাকা ---------- ৪৯

“ওকে দেখছি না যে?” ---------- ৫২

দৃষ্টি যখন আকাশে ---------- ৫৫

খুব খুশি হলে ---------- ৫৯
যিনি আগুনের মধ্যে হাঁটতে চেয়েছিলেন ----------৬২
আওয়াব হতে চাইলে ---------- ৬৭
আগে একটু ঠান্ডা হতে দিন ---------- ৭১
ভয় পেলে ---------- ৭৩
যে ঋণ জান্নাতে নিয়ে যায় ---------- ৭৫
যে ভয় তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে---------- ৭৮
সব্যসাচী? ---------- ৮৩
নিজের হীনতা প্রকাশ করা ---------- ৮৬
আলো জ্বালিয়েছেন তো? ---------- ৮৯
এটাকেও লিস্টে স্থান দিন ---------- ৯২
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো না পরা ---------- ৯৪
মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাত মেলানোর সময় ---------- ৯৬
ভরপেট খাওয়া? ---------- ৯৮
ভোরের আলোয় ---------- ১০১
বাড়িতে বাড়িতে মসজিদ ---------- ১০৬
জীবন বদলে দেয়া কথা ---------- ১০৯
বাড়িতে ফেরার আগে ---------- ১১৩
ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া ---------- ১১৫
মাঝরাতের দুঃস্বপ্ন ঠেকাতে ---------- ১১৯

আলাপ শেষে ---------- ১২২

তাঁর ওপর ভরসা করা ---------- ১২৫

কবরস্থানে যাওয়া ---------- ১২৮

ফিতনা থেকে দূরে থাকুন, ভালো থাকুন ---------- ১৩০

কখনো সমুদ্রের ফেনা দেখেছেন? ---------- ১৩৩

খালি পায়ে হাঁটা ---------- ১৩৯

যে আয় মৃত্যুর পরেও থেকে যায় ---------- ১৪২

অসীয়ত করে যাওয়া ---------- ১৪৬

[নমুনা অসীয়তনামা] ---------- ১৪৯

সুন্দর শেষের অপেক্ষায় ---------- ১৫৩

লেখকের কথা

যিনি আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, সকল প্রশংসা সেই মহান রবের। কিয়ামতের মতো কঠিন সময়েও যিনি আমাদের কথা ভুলে যাবেন না, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবি ﷺ-এর ওপর।

একসময় মুসলিমরা ছিল সবার ওপরে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজেছি, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর চেয়ে অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছি, তখন পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছি।

সাহাবিদের জীবনে তাকালে দেখা যাবে, তাঁরা সুন্নাহ মেনে চলার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। যতভাবে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে মেনে চলা যায়, ততভাবেই তাঁরা মানার চেষ্টা করেছেন। আনাস ﷺ একদিন রাসূল ﷺ-কে তরকারির মধ্যে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে খেতে দেখেছিলেন। ব্যস, এতটুকু দেখেই তিনি নিজের জন্য লাউ পছন্দ করিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ না কখনো রাসূল ﷺ তাঁকে লাউ খাবার নির্দেশ দিয়েছেন, না এর কোনো ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে যেতেন এবং দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। কারণ, তিনি রাসূল ﷺ-কে একই জায়গায় একইভাবে বিশ্রাম নিতে দেখেছেন। একদিন ভ্রমণের সময় রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে এক জায়গায় থেমেছিলেন। সফরে বের হলে আব্দুল্লাহ

ইবনে উমার ﵁-ও সে জায়গায় থেমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। কুররা ইবনে ইয়াস ﵁ যখন রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত নিতে এসেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ করলেন রাসূল ﷺ-এর জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এ জন্য শীতে কিংবা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না।

আমরা হয়তো এই উদাহারণগুলো কট্টরতা ভাবতে পারি। তবে তাঁরা এগুলো করতেন রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে। তাই তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

নি:সন্দেহে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন, তাদের মধ্যে রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর তাঁর দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে সে সুন্নাহগুলোর অনুসরণ করি, তবে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের ভালোবাসবেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"[১]

➥ কেন সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, "রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের মুক্তির বাহন। নিরাপদ আশ্রয়স্থল। রাসূল ﷺ আমাদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন। অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমরা অবশ্যই আমার এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলবে। এগুলো মেনে চলবে এবং শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর (ধর্মের ব্যাপারে) সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে সাবধান। কেননা, সকল নব-

[১] সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১

উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বিদআত। আর সকল বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'[১]

বিদআত এবং ফিতনা যখন প্রাধান্য বিস্তার করবে, তখন যারা সুন্নাহ মেনে চলবেন তাদের বেশি পুরষ্কার দেয়া হবে। তাদের মর্যাদা থাকবে অনেক ওপরে। কারণ, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে থেকেও তারা গুরাবা (অপরিচিত) হিসেবে বেঁচেছেন। মানুষকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الإِسلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় এসেছে। আর এটা শুরুর মতোই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা (অর্থাৎ, এই অপরিচিতরা) কারা? 'তিনি বললেন,

الذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

'যখন মানুষ নীতিভ্রষ্ট হবে, তখনো তারা ন্যায়পরায়ণ থাকবে।'[২]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, 'সামনে তোমাদের জন্য রয়েছে ধৈর্যের সময়। সে সময় ধৈর্য অবলম্বন করা জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতোই কঠিন হবে। (সে সময়ে) যারা ভালো কাজ করবে, তারা পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ।'[৩]

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'তারা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা আমার সুন্নাহকে

---

[১] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) উল্লেখ করেছেন এবং আলবানী ﷺ একে সহীহ বলেছেন তার *সহীহ আবু দাউদ* গ্রন্থে।

[২] আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলা সহিহাহ* গ্রন্থে (১২৭৩)। হাদিসটি *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থেও বর্ণিত আছে (১৪৫)।

[৩] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৩৪১) এবং তিরমিযী (৩০৮৫) উল্লেখ করেছেন। আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলাহ সহিহাহ* (৪৯৪) গ্রন্থে।

জীবিত করবে এবং মানুষকে তা শেখাবে'।"[৪]

রাসূল (সা) আরো বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে আমার পরে আমার এমন কোনো সুন্নাহ জীবিত করবে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে, যতজন লোক ঐ সুন্নাহর ওপর আমল করবে, তাকে সমপরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে। যারা আমল করছে তাদের থেকে কোনো সওয়াব কমানো হবে না।"[৫]

ইবনে উসাইমিন (রহ) বলেছেন,

كلما سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها؛ يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

"যদি কারো সামনে সুন্নাহ জীবিত করার সুযোগ আসে, তবে সে যেন তা করে। কিয়ামত পর্যন্ত যতজন সে সুন্নাহর ওপর আমল করবে, আপনি তার জন্যে সওয়াব পেতে থাকবেন।"[৬]

একজন মুসলিম হিসেবে তাই আমাদের সবার কাছে সুন্নাহর গুরুত্ব স্পষ্ট। রাসূল ﷺ-এর হাদিসের মাধ্যমে আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি; ফিতনার সময়ে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, মানুষকে ভুলে যাওয়া সুন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং হারানো সুন্নাহকে জীবিত করার মর্যাদা কতখানি। ঈমানের দাবিদার কোনো মুসলিমই এটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

রাসূল ﷺ-এর হারানো সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার তাড়না থেকেই *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* বইটির জন্ম। আমার জন্য কাজটি একেবারেই সহজ করে দিয়েছেন

---

[৪] শায়খের সম্পূর্ণ উত্তরটি পড়ুন: فضل التمسك بالسنة زمن انتشار الفساد
https://islamqa.info/ar/89878

[৫] সুনানে তিরমিযী, হাদিস নংঃ ২৬৭৭। আলবানী (রহ) এর মতে হাদিসটি যঈফ, সহীহ ওয়া যঈফ সুনানে তিরমিযী, ৬/১৭৭

[৬] শরহু রিয়াদুস সলেহীন, ৪/২১৫

উস্তাদ আলী হাম্মুদা (হাফি)। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) লেকচারের সাথে পরিচয়। খুব দরদ দিয়ে কথা বলেন। উস্তাদ লেখেনও বেশ ভালো। শুরু থেকেই তার *Daily Revivals* সিরিজটি খুব ভালো লাগত। তিনি সেখানে এমন চল্লিশটি বিষয় নিয়ে এসেছেন যা রাসূল ﷺ ও সাহাবি رضي الله عنهم-দের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে। সে সিরিজগুলো নিজের মতো করে লিখতে থাকি *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* নামে। আল্লাহর সহায়তায় এটা এখন বইয়ের রূপ পেয়েছে।

ইমাম নববী رحمه الله *হাদিসুল আরবাইন* বা চল্লিশ হাদিস নামে একটি বই লিখেছিলেন। নাম চল্লিশ হাদিস হলেও সেখানে হাদিস ছিল মোট ৪২টি। ইমাম নববীর رحمه الله প্রতি ভালোবাসা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) সিরিজটির সাথে আরো ২টি অধ্যায় যুক্ত করে মোট ৪২টি অধ্যায়ে বইটি সাজানোর। তবে শেষ মুহূর্তে বইটির শার'ঈ সম্পাদকের পরামর্শে একটি অধ্যায় বাদ দেয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ৪১টি অধ্যায়ে বইটি সাজাতে হয়েছে।

শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফি) তার সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও যত্নের সাথে বইটি নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন শায়খকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উস্তাদ আবদুর রহমানকে (হাফি) যিনি আমাকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। কুয়েটের দ্বীনি ভাইরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাদের জন্যেও রয়েছে অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বইটির প্রকাশক রোকন ভাই সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে আরও বেশি বেশি ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দেন সে দু'আই করি।

আমি আশা করব, এ বইটি পড়ে সবাই সুন্নাহকে অন্যভাবে দেখতে শিখবেন। ভালোবাসতে শিখবেন। তারা বুঝতে শিখবেন, সুন্নাহ মানে শুধু যোহরের আগের চার রাকাত কিংবা মাগরিবের পর দুই রাকাত সালাত নয়। সুন্নাহ হতে পারে দুপুর বেলা ঝুম বৃষ্টিতে ভেজা। কোথাও পরিষ্কার মাটি দেখলে খালি পায়ে হাঁটা। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে রাতের বেলা প্রিয়তমার সাথে হাঁটা। তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা।

একমাত্র কুরআনই হচ্ছে বিশুদ্ধ বই। এ ছাড়া সব বইতেই কম-বেশি ভুলভ্রান্তি রয়েছে। এ বইও তার ব্যতিক্রম নয়। বইটিতে ভালো যা কিছু আছে তা আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর ভুল যা কিছু আছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। বইটি কোনো পাঠকের বিন্দুমাত্র উপকার আসলে তার নিকট আমার অনুরোধ থাকবে, তিনি যেন অবশ্যই আমার জন্য দু'আ করেন। দু'আ করেন যেন আমি আমার জীবনটাকে সুন্নাহ দিয়ে সাজাতে পারি। ফিতনাকে পাশ কাটিয়ে সরলপথে চলতে পারি।

নিশ্চয়ই হিদায়াত কেবল আল্লাহ সুবহানু তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে।

শিহাব আহমেদ তুহিন
yshihab05@gmail.com
১৪ শাবান, ১৪৩৯ হিজরি
কুয়েট, খুলনা।

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رحمه الله ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

মনের কথা

শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একটি পদার্থ বানানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের জীবনের লম্বা একটি সময় এই বস্তু তৈরির স্বপ্ন দেখেছেন। কী সেই বস্তু? সবাই একে ডাকত 'ফিলোসফারস স্টোন' নামে। যার এক ছোঁয়ায় লোহা, সিসার মতো সস্তা ধাতু স্বর্ণে পরিণত হতো। যেসব বিজ্ঞানীরা এটা তৈরির জন্য গবেষণা করতেন, তাদের বলা হতো 'আলকেমিস্ট'।

আমাদের জন্য এটা গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া কিছুই না। বারে! তা হয় কী করে? একটা বস্তুর ছোঁয়ায় সবকিছু সোনা হয়ে যাবে! তবে আলকেমিস্টরা কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করতেন এমন বস্তুর অস্তিত্বে। স্যার আইজাক নিউটন, রবার্ট বয়েলের মতো বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা এর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করেছেন। কিন্তু সেই অমূল্য পাথরের কোনো হদিস পাননি।

তবে সত্যি বলতে কী এমন বস্তুর অস্তিত্ব কিন্তু আসলেই রয়েছে। এমনকি আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। আমরা চাইলেই পারি সেই পরম আরধ্য পাথরটিকে নিজের করে নিতে। কিন্তু আমরা না তাকে কোনো গুরুত্ব দিই, না একে বিশুদ্ধ করার দিকে কোনো নজর দিই। সেটা হচ্ছে—নিয়ত[১] বা উদ্দেশ্য।

অনেকের ভ্রু হয়তো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠেছে। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে বলছেন, "আরে এটা আর ওটা কি এক হলো নাকি?"

---

[১] النية (নিয়ত)। আল কারাফি ﷺ বলেন, "(নিয়ত হচ্ছে) মানুষের মনের ইচ্ছা।" (আয-যাখিরাহ : ১/২৪০)

আসলেই তো। এটা আর ওটা কখনোই এক না। কারণ, নিয়ত তো আর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে না। নিয়তের ক্ষমতা নেই ক্ষণস্থায়ী কোনো পদার্থকে অন্য এক পদার্থে পরিণত করার। তবে আমাদের নিয়ত এমন এক কাজ করতে পারে যা কোনো জাদুর পাথরই করতে পারবে না। নিয়তই পারে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলোকে অসাধারণ করে তুলতে। সামান্য কাজগুলোকে চিরস্থায়ী আমলে পরিণত করতে। জান্নাতের পাথেয় হতে।

খাওয়া, ঘুমানো, ঘোরাঘুরি করা, পড়াশোনা করা, মানুষের সাথে মেশা, বিশ্রাম নেয়া—আমরা প্রতিদিনই এ কাজগুলো করি। এর মধ্যে কিছু কাজ করি অর্থের জন্য, কিছু কাজ নিজেকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য, আর কিছু নিছক বিনোদনের জন্য। আমাদের করা প্রতিটা কাজই একসময় হারিয়ে যাবে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন। তবে যদি প্রত্যেকটা কাজের সাথে আমরা ভালো নিয়তকে যুক্ত করতে পারি, তবে তা পরিণত হয় চিরস্থায়ী সম্পদে।

এ কারণেই সালাফগণ তাদের সব কাজের সাথে নিয়তের ব্যাপারটি ভালোমতো জুড়ে আছে কি না সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন।

মুআ'য ইবনে জাবাল ﵁ বলতেন,

> "আমি ঘুমাই তারপর ইবাদত করার জন্য রাতে উঠি। আর আমি আল্লাহর কাছে আমার ঘুমানোর জন্য পুরস্কার আশা করি, যেমনটা আশা করি আমার জাগরণের জন্য।"[২]

তিনি ঘুমাতেন। তবে ঘুমানোর আগে নিয়ত করে নিতেন যেন এ ঘুম তাকে নতুন উদ্যমে ইবাদত করতে শক্তি জোগায়। শেষরাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় বহুক্ষণ তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য এনে দেয়। তাই ঘুমিয়েও তিনি সওয়াবের আশা করতেন।

ইবনে আবু জামরা ﵀ বলতেন,

> "আমার ইচ্ছা হয়, যেন আলেমরা তাদের পুরোটা সময় দিয়ে মানুষকে আমলের জন্য নিয়তকে ঠিক করতে শিক্ষা দেবেন। কিছু আলেম বসে বসে

[২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩৩

মানুষকে আর কিছু না শিখিয়ে শুধু এটাই শেখাবেন। কেননা, শুধু নিয়তে ঘাটতিই বহু মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।"[৩]

ইবনে আবু জামরা ﵀-এর কথাটা শুনতে অবাক লাগতে পারে। তবে একবার চিন্তা করে দেখুন তো এত ভালো ভালো কাজ করে কী লাভ যদি সেটা আল্লাহ তা'আলা কবুলই না করেন? যদি সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে শুধু মানুষের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়?

এক শিক্ষকের গল্প বলি। তিনি সহ আরও বেশ কয়েকজন ইয়ামেনের এক শায়খের দারসে বসে ছিলেন। দারসটি সে শায়খের বাসাতেই হচ্ছিল। হঠাৎ করে একজন দরজায় কড়া নাড়ল। শব্দ শুনে সে শিক্ষক দরজা খুলতে গেলেন। কিন্তু শায়খ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করতে চাচ্ছ?"

শিক্ষক তখন বললেন, "আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।"

শায়খ আবার জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু দরজাই খুলতে যাচ্ছ?"

তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

এটা শুনে শায়খ বললেন, "তাহলে আমাকেই দরজা খুলতে দাও।"

শায়খ দরজা খুললেন। আবার দারসে এলেন। তারপর সেই শিক্ষকের উদ্দেশে বললেন, "তুমি তো শুধু দরজাই খুলতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমাকে থামিয়ে দিয়েছি।

➥ আর আমি চেয়েছি :

➢ আমার ভাইকে সাহায্য করতে।[৪]

➢ তার দিকে মুচকি হেসে সুন্নাহ পালন করতে।[৫]

---

[৩] আল মাদখাল : ১/৬

[৪] রাসূল ﷺ বলেছেন, "কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৮০)

[৫] রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি হচ্ছে সদকাস্বরূপ।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং : ১৯৫৬)

➢ তাকে সালাম দিয়ে অভিবাদনের সুন্নাহ পালন করতে।[৬]
➢ তার সাথে মুসাফাহা করে আরেকটি সুন্নাহ পালন করতে।[৭]
➢ আমার পাশে তাকে বসার জায়গা করে দিতে।
➢ অতিথিকে সম্মান করার সুন্নাহ পালন করতে।[৮]

সুবহানাল্লাহ! সামান্য একটি কাজকে কীভাবে তিনি পরতে পরতে সুন্নাহ দিয়ে সাজিয়ে ইবাদতে পরিণত করেছেন, তা চিন্তা করলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। যারা সত্যিই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেন, তারা এভাবেই নিজের জীবনের প্রতিটা কাজকে ইবাদতে পরিণত করেন। দুনিয়ার সকল কাজের পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আর যদি কখনো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া শুধু পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য কোনো কাজ করে ফেলেন, তবে তারা অনুতপ্ত হন। তখন তাদের দেখলে মনে হয় যেন তারা মস্ত বড় গুনাহ করে ফেলেছেন।

তবে নিজের পুরো জীবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া একেবারে সহজ কথা নয়। জীবন মানে তো কিছু দিনেরই সমষ্টি। তাই দিন থেকেই শুরু করা যাক।

➥ একটা কাগজ নিয়ে ঝটপট তিনটি কলাম করে ফেলুন :

❖ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা।
❖ বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা।
❖ রাত ১১টা থেকে সকাল ৯টা।

এবার প্রতিটি কলাম নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করুন। এই সময়ে আপনি কী কী করেছেন তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। কোনোকিছুই বাদ দেবেন না। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে এমনকি বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারটাও না। এবার চিন্তা করে দেখুন, এর মধ্যে কোন কোন কাজগুলো আপনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। কাজটা হয়তো দুনিয়াকেন্দ্রিক হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই।

---

[৬] একব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, "ইসলামের সর্বোত্তম দিক কোনটি?" তিনি বললেন, "অপরকে খাওয়ানো আর চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১২)

[৭] রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন দুইজন মুসলিম একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে আর হাত মেলায়, তারা আলাদা হবার আগেই তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" (আবু দাউদ, হাদিস নং : ৫২১২)

[৮] রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬১৩৮)

তবে লক্ষ্য রাখুন আপনি সেখানেও আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব আশা করেছেন কি না! যেমনটা করতেন মু'আয ইবনে জাবাল ﵁। এবার দেখুন প্রতিটা কলামে আপনি কয়টি কাজ রাখতে পারছেন! এভাবে আমরা নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারি।

নিজের নিয়তকে ঠিক করতে দরকার কঠোর অধ্যবসায়। তাই চেষ্টা চালিয়ে যান। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আচ্ছা! আমি যে কাজটা করছি, সেটা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নাকি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য? সেটা কি চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য না ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য?" একসময় দেখবেন কলামগুলো আস্তে আস্তে ফাঁকা থেকে ভরাট হচ্ছে। আপনার জীবনের প্রতিটা কাজই উত্তম নিয়ত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এভাবে যে নিজের জীবনে করা প্রতিটা সাধারণ কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে তার চেয়ে সফল আর কে হতে পারে? আর তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে, যে নিজের ইবাদতকে দিনের পর দিন আরও সাধারণ করে ফেলে?

হয়তো এতক্ষণে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন ইমাম বুখারি ﵀ তার বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থটি এই হাদিস দিয়ে শুরু করেছিলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِىءٍ مَا نَوَى

"প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।"[৯]

[৯] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১

সিরিয়ার জন্যে

আমাদের মতো দুর্বল ঈমানের মুসলিমদের জন্য দু'আ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ কাজের মধ্যে একটি। আমাদের দু'আর মধ্যে কোনো আবেগ থাকে না। আকুতি থাকে না। সেখানে থাকে শুধু ঠোঁট নাড়ানো। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না আমরা কী বলছি! আবার কখনো কখনো দু'আকে আমরা আমাদের অলসতার ছুতো হিসেবে ব্যবহার করি।

➥ কোনো কঠিন কাজ করার মতো ঈমান না থাকলে আমরা বলি :

❋ পরিস্থিতির কারণে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দু'আ করে দিচ্ছি।

❋ দু'আ ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না।

এখানে মোটেও দু'আর গুরুত্বকে খাটো করা হচ্ছে না; বরং দু'আর ক্ষেত্রে আমরা আসলেই আন্তরিক কি না সে প্রশ্ন করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, আর সাথে সাথে দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাইব।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেছেন,

"দু'আ আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে অস্ত্রের মতো। যে অস্ত্র চালাচ্ছে সে যদি দক্ষ হয়, তবে অস্ত্র এমনিতেই ভালো চলবে। শুধু অস্ত্র ধারলো হলেই চলবে না। যদি অস্ত্র নিখুঁত হয়, ত্রুটিমুক্ত হয় আর যে অস্ত্র চালাচ্ছে সেও শক্তিশালী হয়, তবেই কেউ তাকে থামাতে পারবে না। সে

শত্রুর অনেক ক্ষতি করতে পারবে।”[১০]

এ কারণে সীরাতের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই, জীবনের যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দু‘আ করেছেন। কাতর হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ আকুল হয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে ডেকেছেন। তিনি তাঁর হাত উঁচু করে এমনভাবে দু‘আ করেছিলেন যে তাঁর চাদর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন,

اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم آت ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض

“হে আল্লাহ, যে ওয়াদা তুমি আমায় দিয়েছিলে তা পূরণ করো। হে আল্লাহ, আমাকে যা দেয়ার ওয়াদা তুমি করেছিলে তা আমাকে দাও। আল্লাহ গো, আজ তুমি যদি এই মুসলিম দলকে মরতে দাও, তবে এই পৃথিবীতে কেউ আর তোমার ইবাদত করবে না।”[১১]

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য বিশাল একটি পরীক্ষা। সে যুদ্ধে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের দু‘আর জন্য সারিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু‘আ করেছিলেন,

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول

“হে আল্লাহ, তোমার ভান্ডার থেকে আমাদের বরকত, রহমত, প্রাচুর্য আর রিযিক দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন স্থায়ী সুখ চাই যা কখনো চলে যায় না। কমেও যায় না।”[১২]

আর এখন যে দু‘আটি উল্লেখ করব তা নিয়ে খুব ভালোভাবে চিন্তা করুন। আমাদের সময়ে দু‘আটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আহযাবের যুদ্ধে মুশরিকরা চারদিক

[১০] আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/১৫

[১১] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৬৩

[১২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৫৪৯২

থেকে মদিনাকে ঘিরে ফেলেছিল। আমাদের সময়ে সিরিয়ার আলেপ্পো, ইদলিব, গৌতায় যেমনটা হয়েছে, ঠিক তেমনই। আজ যেমন সিরিয়াতে আমাদের মুসলিম ভাইরা প্রাণের ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন, সাহাবিদের জীবনেও এমন সময় এসেছিল। সাহাবিরাও নিজেদের সন্তানের জীবনের কথা ভেবে, স্ত্রীদের ইজ্জতের কথা ভেবে পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ তখন সাহাবিদের একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছিলেন,

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوَرَاتِنَا ، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا

"হে আল্লাহ, আমাদের দুর্বলতা ঢেকে দাও। আমাদের ভয়ে আশ্বাস দাও।"[১৩]

তিনি আরও দু'আ করেছেন,

اللهم مُنزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، اهزمهم وزلزلهم

"হে আল্লাহ, তুমি কিতাব প্রেরণকারী। দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী। এ বাহিনীকে তুমি পরাজিত করে দাও। কাঁপিয়ে দাও ওদের ভিত।"[১৪]

খায়বারের যুদ্ধে মুসলিমদের খাবার ফুরিয়ে যাচ্ছিল। খায়বার দুর্গে যাওয়ার সময় সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে খাবারের বিষয়ে জানালে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِى شَىْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا ؛ أَكْثَرَهَا طَعَامًا وَوَدَكًا

"হে আল্লাহ, তুমি এদের অবস্থা সম্পর্কে জানো। আর এটাও জানো, তাদের কোনো শক্তি নেই, আমার তাদেরকে দেয়ার মতোও কিছু নেই। তাই তাদের জন্য সে দুর্গটা জয় করে দাও যেখানে সবচেয়ে বেশি খাবার রয়েছে।"[১৫]

আর মক্কা জয়ের সময়েও রাসূল ﷺ দু'আর কথা ভুলে যাননি। মুশরিকরা হুদাইবিয়া সন্ধি ভাঙার পর রাসূল ﷺ যখন মক্কা জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

---

[১৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১০৯৯৬

[১৪] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ২৯৫৮৬

[১৫] তারিখে তাবারি : ৩/১০

তখন এই বলে তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন,

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها

"হে আল্লাহ, সব গুপ্তচর ও খবরাখবর তুমি কুরাইশদের থেকে দূরে রাখো। যাতে আমরা তাদেরকে তাদের এলাকাতেই চমকে দিতে পারি।"[১৬]

তাই শুধু ঠোঁট নেড়ে যেকোনো দু'আ করেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এমনটা ভাববেন না। সিরিয়ার জন্যে, এ পৃথিবীতে নির্যাতিত সকল মুসলিম ভাইবোনের জন্যে অন্তর থেকে দু'আ করুন। ঠিক যেভাবে রাসূল ﷺ পরিস্থিতি অনুযায়ী দু'আ করেছেন। আল্লাহর কাছে চান, তিনি যেন সিরিয়াতে আবার শান্তি কায়েম করে দেন। সেখানে যেন আয়লান কুর্দির মতো কোনো ছেলেকে ভিনদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে জীবন হারাতে না হয়।[১৭] ওমরান ডাকনিশের মতো কোনো ছেলের শৈশব যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত না হয়।[১৮]

ইউসুফের মতো আর কোনো যুবককে যেন এক আঘাতে সব কাছের মানুষদের হারিয়ে বিশাল এ পৃথিবীতে একা হয়ে যেতে না হয়।[১৯] আমরা দেখতে চাই না, আমাদের কোনো বোন নিজের ইজ্জত হারানোর ভয়ে এ কাপুরুষ উম্মাহর প্রতি একরাশ অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করছে।[২০] ক্ষুধায় কাতর সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে পতিতাবৃত্তিকে বেছে নিচ্ছে।[২১] আমরা চাইব, আল্লাহ সুবহানু তা'আলা

---

[১৬] তারিখে তাবারি : ৩/৪৭

[১৭] Aylan Kurdi's story: How a small Syrian child came to be washed up on a beach in Turkey
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html

[১৮] Omran Daqneesh, young face of Aleppo suffering, seen on Syrian TV
https://edition.cnn.com/2017/06/07/middleeast/omran-daqneesh-syrian-tv-interview/index.html

[১৯] 'My entire family's gone': Syrian man says 25 relatives died in strike
https://edition.cnn.com/2017/04/05/middleeast/syrian-man-loses-family-in-attack/index.html

[২০] Tragic suicide note of Aleppo nurse who killed herself to avoid rape by Syrian army
http://metro.co.uk/2016/12/14/women-trapped-in-aleppo-committing-suicide-to-avoid-rape-say-syrian-rebels-6321828/

[২১] Women in Syria 'forced to exchange sexual favours' for UN aid
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/27/women-syria-forced-exchange-sexual-favours-un-aid/